একুশের আলোচনাসভা

বাংলা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাবলী সংগ্রহ সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

মহান একুশে উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার চতুর্থ দিবসে গতকাল (শনিবার) বক্তাগণ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাঙালী সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উপর ব্যাপক গবেষণা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গতকালের সকালের অধিবেশনে জনাব শওকত আলীর সভাপতিত্বে 'সত্তর দশকের কথা-সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আলী আনোয়ার ও মিসেস সেলিনা হোসেন মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনা করেন জনাব মনসুর মুসা, ডঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর, জনাব বশীর আল হেলাল, মিঃ সুব্রত বড়ুয়া, মিঃ অসীম সাহা, জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

সভাপতির ভাষণে জনাব শওকত আলী বলেন, "আমাদের ষাট দশকের গল্পগুলি খুব উজ্জ্বল, তার সংখ্যা কম হইলেও ফসলের উজ্জ্বলতা পরিমাণগত দীনতাকে কিছুটা ঢাকিয়া দিয়াছে। আমার পরিষ্কার মত হইল—লেখক যদি বৃহত্তর সমাজমানসের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে গল্প না হওয়ার কোন কারণ নাই।

জনাব আলী আনোয়ার তাঁহার 'সত্তর দশকের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "এই দশকের উপন্যাসসমূহের মধ্যে মূল বিষয়বস্তু বা পটভূমি হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পৌনঃপৌনিক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এমন কোন প্রধান উপন্যাস নাই যে, যাহার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ছায়া ফেলে নাই।"

মিসেস সেলিনা হোসেন তাঁহার 'সত্তর দশকের ছোটগল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "বাংলাদেশে সত্তর দশক ও ইহার পূর্বমুহূর্তটি নানাবিধ ঘটনায় পরিপূর্ণ উনসত্তরের গণআন্দোলনের বিক্ষুব্ধ দিনগুলি, সত্তরের স্মরণাতীতকালের বৃহৎ জলোচ্ছ্বাস, একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ পঁচাত্তরের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড—এই সকলই একটি জাতির জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—এই সকল ঘটনা যে কোন দেশের সাহিত্যে বিরাট স্থান দখল করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে সেইরকমটি হয় নাই।"

আলোচনাকালে অধ্যাপক মনসুর মুসা বলেন, "বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তি মুছিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল—কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তিকে দৃঢ়তাদানের জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী শাসক সম্প্রদায়ের যে সচেতন উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন ছিল, তাহা তাঁহাদের ছিল না; পচাত্তরের পর দেখা যাইতেছে, রাজাকারী শক্তি আইনগত ভিত্তির নড়বড়ে অবস্থার কারণে রাষ্ট্রের এবং সমাজের আইনগত ভিত্তিকে প্রশ্ন করিতে শুরু করিয়াছে। বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন একটি চূড়ান্ত সংশয়ের মুখে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ডঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরী বলেন, "মুক্তি যুদ্ধের যথার্থ প্রতিচ্ছবি লেখায় অনুপস্থিত, কারণ, লেখকদের একটি বড় অংশ মুক্তিযোদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই।"

মিঃ অসীম সাহা বলেন, "আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়াই আমাদের কথা-সাহিত্য অসম্পূর্ণ।"

বিকালের অধিবেশনে জনাব আলী আহমদ সভাপতিত্ব করেন। কবি আবদুল কাদির 'একরামউদ্দিন জীবন ও সাহিত্য' বিষয়ে এবং মিসেস রাজিয়া সুলতানা 'সপ্তদশ শতকের, কবি আবদুল হাকিম' বিষয়ের উপর মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, জনাব মোহাম্মদ আবদুল গফুর প্রমুখ আলোচনা করেন।

সভাপতির ভাষণে জনাব আলী আহমদ বলেন, "বাংলাদেশের সকল হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার বছর ধরিয়া সকল বাঙালীর সম্মিলিত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা; আমাদের সংস্কৃতিকে বলিষ্ঠ করার জন্য এখানে রচিত সকল প্রাচীন গ্রন্থের উপর ব্যাপক গবেষণা এবং ইহার সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা দরকার।"

তিনি সরকারের নিকট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কাজে অধিক আর্থিক অনুদান বরাদ্দের আবেদন জানান।

কবি আবদুল কাদের তাঁহার প্রবন্ধে বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকদের সম্পর্কে চর্চার অভাবে 'অনেক খ্যাতিমান মুসলিম সাহিতিকদের কথা জানি না; একরামউদ্দিন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী সাহিত্য সমালোচক ও লেখক ছিলেন, তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলী 'গ্রন্থাবলী' আকারে পরিবেশিত হইলে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে।"

মিসেস রাজিয়া সুলতানা তাঁহার প্রবন্ধে বলেন, "আজ হইতে প্রায় তিনশত বছর আগে কবি আবদুল হাকিম বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, তিনি মাতৃভাষা বিরোধীদেরকে 'বেজন্মা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদেরকে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিতেন।"

আজ (রবিবার) সংসদ নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠানের কর্মসূচী স্থগিত রহিয়াছে।